পাপীদের পরিত্রাণার্থে খ্রীষ্ট যীশু এই জগতে আসলেন

এটা একটি বিশ্বাসযোগ্য কথন এবং সর্বতোভাবে গ্রহনের যোগ্য যে খ্রীষ্ট যীশু এই জগতে আসলেন পাপীদের পরিত্রান করতে: যাদের মধ্যে আমিই প্রধান । (১ম তীমথি ১:১৫)

এটা বিশ্বাসযোগ্য কথন :

উপরের পদটি কোন সাধারন পাঠ্যবই থেকে বা দর্শনশাস্ত্র থেকে নেওয়া হয় নি, যা কোন অধার্ম্মিক লিখেছেন । কিন্তু নেওয়া হয়েছে ঈশ্বরের বাক্য থেকে, **''সত্যের বাক্য''** (২য় তীমথি ২:১৫), ফলে এর মূল্য অনন্তকালীন । যিনি **''ঈশ্বর, আর মিথ্যা বলতে পারেন না ।''** (তীত ১:২) আপনার অনন্তজীবি আত্মার জন্য যত্নশীল, যা প্রমানিত হয়, তাঁর বাক্য লিখিত আছে, যেন আপনি সম্পূর্ন মনের সঙ্গে গ্রহন করতে পারেন । এটা বিশ্বাস্য ও গ্রহনযোগ্য, যা অনান্য আনেক মানুষের লেখনীর মত নয়, যা ছলনা ও ভুলে পূর্ণ, বিশেষ করে সেই সমস্ত বৈজ্ঞানিক পতীকগুলি, যেখানে মানুষের উৎপত্তি ও অন্তিম পরিনতির বিভিন্ন মতবাদ, আর জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারনা, যেখানে ঈশ্বরের কোন স্থান নেই, যিনি বিশ্বস্ত সৃষ্টিকর্ত্তা ও জীবনের ধারনকর্ত্তা আমাদের শারীরক জীবনের পরিচালক ।

সর্বতোভাবে গ্রহনের যোগ্য :

এতে সেই সত্য আছে যেন সকলেই বিনা দ্বিধায় গ্রহন করতে পারে, তা তার সামাজিক, শিক্ষা বা জাতিগত যাই অবস্থান থাকুক না কেন । মানুষের যে কোন লিঙ্গ, ভাষা বা বয়স হউক সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । এটা শুধু শারীরিক তুষ্টিসাধন করে না, কিন্তু জীবনের সুরক্ষা করে আর সেইজন্য এর মূল্য ধন বৃদ্ধি থেকে অনেক বেশি মূল্যবান, যে ধনের পেছনে আজ বহুমানুষ লোভে পূর্ণ হয়ে ছুটছে । **''যদি মানুষ সমস্ত জগৎ লাভ করে নিজের প্রাণের ক্ষতি হয়, তবে তার কি লাভ হয়?।''** (মার্ক ৮:৩৬) এর মধ্যে কোন লুকান শর্ত নেই, যদি স্বীকার করে নিয়ে সেই মত কাজ করে, তাহলে সেই চওড়া রাস্তা থেকে রক্ষা পাবে, যে

পথ অধার্ম্মিকতার আর শেষগতি মৃত্যু; আর সেই সরু পথে নিয়ে যাবে যেখানে আছে ক্ষমা, পবিত্রতা এবং খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্তজীবন ।

খ্রীষ্ট যীশু এই জগতে আসলেন :

এর প্রকাশ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জীবন এবং কার্যের উপর দেওয়া হয়েছে, যিনি অনন্তকালীন ঈশ্বরের পুত্র যিনি সবসময় বিদ্যমান আর পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে একভাবে অবস্থিতি করছিলেন **''এই জগতে আসার পূর্বে, সেই সময় যখন ঈশ্বর শরীরে প্রকাশিত হলেন ।''** (১ম তীমথি ২:৫)

তাঁর নিষ্পাপ জীবন আমাদের রক্ষা নয়, কিন্তু আমাদের দোষী সাব্যস্ত করল । তিনি এই জন্য আসেন নাই, যেন কিছু উত্তম শিক্ষা দেন আমাদের তাঁর উদাহরন অনুসরন করতে দিয়ে যান, যেন আমরা তাঁর দ্বারা গর্ব করি যেমন অনেকে ভ্রান্ত ভাবে বলে, কিন্তু কেউ তা করতে সক্ষম হবে না । যে রাত্রে তিনি সমর্পিত হন, তাঁর নিজের কথায় **''আমি পথ, সত্য ও জীবন; আমা ছাড়া কেউ পিতার কাছে আসতে পারে না ।''** (যোহন ১৪:৬) কালভেরী ক্রশে তাঁর মৃত্যু দূর্বলতার প্রমান নয়, কিন্তু পিতা ও মানুষের প্রতি সর্মপন ও প্রেম প্রকাশ করে, যেন তাঁর মৃত্যু এবং শারীরিক পুনরুত্থানের জন্য ঈশ্বর ধার্মিকতায় আমাদের পাপ ক্ষমা করেন তাঁরই জন্য ।

পাপীদের পরিত্রাণ করতে :

ক্রশে তাঁর বহুমূল্য রক্ত সেচনের দ্বারা, প্রভু যীশু সকলের উদ্ধারের পূর্ণ ব্যবস্থা করেছেন । ঈশ্বরের প্রেম আপনাকে জড়াতে পারে কারন ক্ষমার জন্য যা কিছু প্রয়োজন ছিল **''কোন পার্থক্য নাই; সকলেই পাপ করেছে, আর ঈশ্বরের মহিমা থেকে দূর হয়েছে''** (রোমীয় ৩:২২,২৩) আপনার পরিত্রান পাওয়ার প্রয়োজন আছে, কিন্তু আপনি কী স্বীকার করেন যে পাপে আপনার হৃদয় কলুষিত করেছে আর আপনার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের দ্বারা তা প্রকাশ পেয়েছে? **''কারন হৃদয় থেকে বার হয়ে আসে মন্দ চিন্তা, নরহত্যা, ব্যভিচার, কদাচার, চুরি, মিথ্যাসাক্ষ্য এবং ঈশ্বর নিন্দা ।''** (মথি ১৫:১৯) আপনি কি পশ্চাতাপ করবেন আর পাপ পরিত্যাগ করবেন? **''কিন্তু পশ্চতাপ না করেন তবে সকলে সেইরূপ নষ্ট হবে ।''** (লূক ১৩:৩)

আপনি কি সমস্ত হৃদয়ের সঙ্গে প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করবেন, আর অন্য কিছুতে নয় কেবলমাত্র তাঁর আত্মবলীদান স্বরুপ মৃত্যু এবং শারীরিক পূনরুত্থন যা আমাদের জঘন্য পাপের পরিত্রাণের একমাত্র উপায় যা আপনার অতীব প্রয়োজন, আর প্রভু বলে তাঁকে স্বীকার করবেন? **''প্রভু যীশুতে বিশ্বাস কর তাহলে তুমি পরিত্রাণ পাবে।''** (প্রেরিত ১৬:৩১)

যাদের মধ্যে আমি প্রধান :

প্রেরিত পৌল যিনি আগে তার্ষ নগরের শৌল পরিচিত ছিলেন, তারই লেখা বাক্যটি আমরা আলোচনা করছি, তিনি নিজেকে মনে করেছেন যে পাপীদের মধ্যে সর্বপ্রধান, কারন দামাস্কাসের পথে তার পরিবর্তনের পূর্বে যে ভয়ানক ভাবে খ্রীষ্ট বিরোধীতা করেছেন, তাঁর লোকদের তাড়নার দ্বারা (প্রেরিত ৯) । তিনি অনুভব করেলন যে, তিনি দয়া পেছেন এমন কি যে **''যীশু খ্রষ্ট যেন দেখাতে পারেন সমস্ত ধৈর্য, তাদের জন্য নমূনা স্বরুপে যারা পরে তাঁর উপর বিশ্বাস করবে যেন অনন্তজীবন লাভ করে।''** (১ম তীমথি ১:১৬)

যদি ঈশ্বর শৌলকে পরিত্রাণ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন যে অজ্ঞানতায় বলে ছিলেন **''একজন ঈশ্বর নিন্দুক, তাড়নাকারি এবং মারধরকারি''**, আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে তিনি আমাদের বাচাঁবেন যে ধরনের পাপী হইনা কেন । শৌলের জীবন পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল যখন তিনি পাপ পরিত্যাগ করলেন আর প্রভু যীশুকে মুক্তিদাতা ও প্রভু বলে মেনে নিলেন । আপনিও তা পারেন যদি তার মতো গ্রহন করেন ।

এখানে আলোচিত বিষয়টি জীবন ও মৃত্যুর পরে গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় তুলে ধরে । আমাদের সবাইকে বিচারের দিনে আমাদের পাপের হিসাব ঈশ্বরের সামনে দিতে হবে, বিশেষ করে কিভাবে তাঁর পুত্রের সঙ্গে আমরা ব্যবহার করেছি **''অতএব আমাদের সকলকে নিজেদের হিসাব ঈশ্বরের সামনে দিতে হবে ।''** (রোমীয় ১৪:১২) অগ্নিহ্রদে, দ্বিতীয় মৃত্যুর অনন্তসময়কালীন, তাদের জন্য বাস্তব হবে, যারা এই পরিত্রণকে অবহেলা করবে, যা ঈশ্বরের জন্য মহামূল্য স্বরূপ তাঁর প্রিয় পুত্রের বিনিময়ে দিয়েছেন । পুত্রের এই শেষ কথাগুলি শুনন : **''আমি জগতের বিচার করতে আসি নাই, কিন্তু পরিত্রাণ করতে, যে আমাকে অস্বীকার করে, আর আমার বাক্য গ্রাহ্য না করে, তা তার বিচার সাধন করে; যে বাক্য আমি বলেছি, শেষের দিনে তার বিচারের কারন হবে ।''** (যোহন ১২:৪৭-৪৮)